**রেজিমেন্টাল অধিনায়ক সম্মেলন-২০১৩**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রাজশাহী সেনানিবাস, বৃহস্পতিবার, ২১ ভাদ্র ১৪২০, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সেনাবাহিনী প্রধান,

জিওসি, আর্টডক;

এরিয়া কমান্ডার, বগুড়া এরিয়া;

কমান্ড্যান্ট,বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং

বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারগণ,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমাদের সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী এ রেজিমেন্টের অধিনায়কদের সম্মেলনে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা সকলে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

প্রথমেই আমি আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং  আমাদের জাতীয় চার নেতাকে ।

‘বীর' আমাদের জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী অঙ্গ। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ রেজিমেন্ট প্রশিক্ষণের উঁচুমান ও পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখার পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে এ রেজিমেন্টের সদস্যরা দেশের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবেও এই রেজিমেন্টের অবদান আজ স্বীকৃত।

প্রিয় অধিনায়কবৃন্দ,

এ ঐতিহ্যবাহী রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে আপনাদের রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। শান্তিতে ও সমরে অধীনস্থ সৈনিকদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখে আপনারা নেতৃত্বদান করছেন। দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার মহান দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা দৃঢ়চিত্তে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবেন। কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে এ রেজিমেন্টের গৌরব ও ঐতিহ্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় আপনাদের সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মক্ষেত্র দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব নিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ মিশনে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উঁচুমানের পেশাদারিত্বে জন্য আমরা এখন বিশ্বের অন্যতম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। উদ্ভাবনী ক্ষমতা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও কঠোর শৃঙ্খলাবোধ আপনাদের ঐতিহ্যবাহী এই রেজিমেন্টের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। উন্নততর প্রশিক্ষণ, কঠোর শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য আপনারা আরও সুনাম বয়ে আনবেন বলে আশা করি।

প্রিয় অফিসারবৃন্দ,

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনী জাতীয় সম্পদ হিসেবে নিজস্ব সত্ত্বার উপর ভিত্তি করে সুদক্ষ সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠবে। সুসংহত ‘ইনস্টিটিউশন' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং নিজস্ব আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আমি সরকার প্রধান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে, সরকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন।

জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী দেশের ঐক্য এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপারে আমাদের সরকারের রয়েছে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা একটি দক্ষ, সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী চাই।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে আমাদেরকেও সমানতালে এগিয়ে যেতে হবে। আমি জেনে আনন্দিত যে বীর রেকর্ড অফিসকে অটোমেশন করা হয়েছে। এজন্য সংশিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা এবং এর সুফল বাংলার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা বিশ্বের দরবারে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে আমরা সকল ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। জনগণের ভোটের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আমরা আমাদের বিগত সরকারের সময় পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছি।

দেশে সড়ক ও জনপদ বিভাগের আওতায় ২১ হাজার ৫৭১ কিলোমিটার সড়ক নির্মান করা হয়েছে। এসব সড়কে ৪ হাজার ৫০৭টি সেতু, ১৩ হাজার ৭৫১টি কালভার্ট ও ৬০টি ফেরীঘাট স্থাপন করেছি।

টঙ্গী-কালিগঞ্জ রেলক্রসিংয়ে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক, মোগড়াপাড়া চৌরাস্তা, ঢাকা ইপিজেড ও নবীনগর মোড়সহ বেশকিছু স্থানে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করেছি।

মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস চালু হয়েছে। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের অচিরেই চালু হবে। শান্তিনগর হতে ঢাকা-মাওয়া রোডের ঝিলমিল পর্যন্ত আরও একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে। হাতিরঝিল প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

৯৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে ২৭ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ১ হাজার কোটি টাকা সীড মানি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করেছি।

দেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলায় সুযোগ দিয়ে ৯৫ লাখেরও বেশী ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে দেই।

পাটের জীবন রহস্য ও উদ্ভিদ বিধ্বংসী ছত্রাকের জীবন রহস্য আবিস্কার করেছেন আমাদেরই বিজ্ঞানী। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। ১৫ কোটি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি।

সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রযুক্তি বিভেদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় অনন্য অগ্রগতি হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু। প্রতি মাসে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা পাচ্ছেন।

এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৯১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬৩ হাজার ৯০৯ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি।

স্থানীয় সরকার ও উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীও পরাজিত হয়েছে। আমরা জনগণের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। অতীতে কোন সরকারের আমলেই এ ধরনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় নাই। কোন নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ঘটে নাই।

আমরা নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করেছি। নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন ৬৬৭৫ মেগাওয়াট। লোডশেডিং নেই বললেই চলে। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে ৭ম। আমাদের গড়  প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৯৫০ ডলারে উন্নীত। রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার। আমাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে। পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। ৭৫ লাখেরও বেশী কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা সমুদ্র বিজয় করেছি। দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছি।

প্রিয় অফিসারবৃন্দ,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে আমরা সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। দেশকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই। এ দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাবলম্বী  করতে চাই। আপনাদের কাছেও আমাদের প্রত্যাশা, গভীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে আপনারা আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। আপনারা এ দেশেরই সন্তান। এ দেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ছড়িয়ে আছে আপনাদেরই আত্মীয়-পরিবার-পরিজন।

পরিশেষে, আমি মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আপনাদের সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ্ রাববুল আলামিন যেন এই রেজিমেন্টের সকল সদস্যকে ত্যাগ ও আদর্শের শক্তিতে বলীয়ান করে দেশ ও জাতির স্বার্থ সমুন্নত রাখার তৌফিক দান করেন এ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

বীর রেজিমেন্ট চিরজীবী হোক